দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...17 OCT 1992 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

06

বিষয়ভিত্তিক মতামত

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কোর্স পদ্ধতি

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কি ভাবছেন

।জানোয়ার সাদাত।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিন বছরের সেশন জট। ক্লাস শুরু করতে করতেই নতুন ছাত্রছাত্রীদের লাগছে দু'বছর। বিশাল এই সেশন জটের পট-ভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষ থেকে পরিবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে।

নতুন চালু করা এই 'কোর্স পদ্ধতি' সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সংশ্লিষ্ট দু'জন শিক্ষক এবং প্রথম বর্ষের কয়েকজন নতুন ছাত্রছাত্রী, যারা গত ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে এই পদ্ধতিতে ক্লাস শুরু করেছে তাদের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল। সবাই নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সেশন জ্যামের অবসানের জন্যে নয়া পদ্ধতি : উপাচার্য

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ মাসের কোর্স শেষ করতে লেগে যাচ্ছে ১৬ থেকে ১৮ মাস। এখানে আছে দু' বছরের সেশন জ্যাম। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমরা একটা নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছি।

ছাত্র শিক্ষক সবাই আন্তরিক হলে, প্রধানত ছাত্রছাত্রীরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেই বর্তমান সেশন জ্যাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করা সম্ভব। এ জন্য সবাইকে খাটতে হবে।

নির্ধারিত সময়ে একেকটি টার্ম শেষ করার ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। কোন কারণে কোনদিন ক্লাস বিঘ্নিত হলে অতিরিক্ত ক্লাস ও ছুটির দিনে ক্লাস করে পুষিয়ে নিতে হবে।

যারা ৯১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে একটি টার্ম পরেই আগামী মার্চ মাসে তাদের ক্লাস শুরুর ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা আছে। আর এ বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলো তাদেরকেও আমরা শিগগিরই ভর্তি পরীক্ষার জন্য ডাকবো।

ক্লাস ফাঁকি দিলে কোন পদ্ধতি কাজে দেবে না : মোবাশ্বের আলী

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বলেন, ছাত্রদের চাপের মুখে পুরনো পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, যেকোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা বছর এক ক্যালেন্ডার বছরে শেষ করা যাচ্ছে না। কাজেই সবাই একটা পরিবর্তন চেয়েছে। এখানে এমন একটা পদ্ধতি চালু করা হলো যা পৃথিবীর অনেক দেশে পরীক্ষিত।

একটা পদ্ধতি ভাল হলেই তা ভাল ফল দেবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এজন্য ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা লাগবে। সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা আগের মতোই ক্লাস ফাঁকি দেবে আর নতুন পদ্ধতি ঠিকমতো চলবে তা আশা করা যায় না। ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমতো পড়াশোনা করতে হবে, ক্লাসে আসতে হবে। শিক্ষকদেরও একাগ্রতার সাথে ক্লাস নিতে হবে।

নতুন পদ্ধতি চালু করা হলেও কোর্স বাছাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট অপশন দেয়া যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে অনেক বেশি অপশন দেয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে সেশন জট কমবে : ফজলুল বারী

নতুন পদ্ধতির নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ ফজলুল বারী বলেন, এখানকার চালু পদ্ধতিতে চার মাসের ক্লাসের পড়া মূল্যায়ন করতে লেগে যায় তিনমাস। নতুন পদ্ধতিতে কোর্স সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং উপস্থিতি, ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্টের ওপর ৩০% নম্বর থাকাতে টার্ম ফাইনালের জন্য অনেক কম সময় লাগবে। এতে সেশন জট অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

নতুন পদ্ধতিতে সাপ্তাহিক ক্লাস ঘন্টার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে একজন শিক্ষককে এখন একটি ক্লাসে আগের চেয়ে বেশি পড়াতে হবে। ক্লাসে ওভারহেড প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ক্লাস লেকচারের নোট সরবরাহ করা উচিত।

পরীক্ষার জন্যে পড়া জমিয়ে রাখা যাবে না : শুভ্র

যন্ত্র কৌশল বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র হাসান নাসির শুভ্র বলেন, নতুন পদ্ধতি আমার কাছে ভাল মনে হল। কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট এগুলোর ওপর ২০% নম্বর থাকাতে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আরো বেশি মনোযোগী হবে। সারা বছর ভাল পড়াশোনা করবে। পরীক্ষার সময়ের জন্য পড়াশোনা জমিয়ে রাখবে না।

নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীলতা আরো বাড়বে। এ ব্যবস্থা অত্যন্ত আঁটঘাঁট। ফলে বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কম। সিনিয়র ভাইয়েরা এই সুবিধা যথেষ্ট পেতেন। এমতাবস্থায় কোন শিক্ষক কোন কোর্স খারাপ পড়ালে ঐ কোর্সে আমাদের পরীক্ষা খারাপ হতে বাধ্য।

শিক্ষকদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক আরো সহজ হতে হবে। মাঝে মাঝে শিক্ষকরা কি পড়াচ্ছেন তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

নতুন পদ্ধতিতে বিষয় নির্বাচনে অপশন থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তেমন থাকছে না। যেখানে পৃথিবীর সব ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানে আমাদেরও থাকা উচিত।

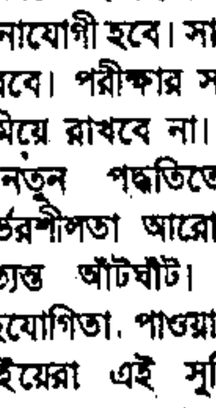

ক্লাসের গুরুত্ব বাড়লো : ফাতেমা সামদানি রশ্মি

কেমিকৌশল বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ফাতেমা সামদানি রশ্মি বলেন : কোর্স পদ্ধতি চালু সেশন জট নিরসনে একটি সুন্দর পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে আগের তুলনায় বিষয় সংখ্যা কম। এতে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর বেশি মনোনিবেশ করা সহজতর হবে।

ক্লাস উপস্থিতির ওপর ১০% নম্বর থাকায় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করতে বাধ্য হবে এবং যখনতখন ক্লাস টেস্ট নেয়াতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা আসবে।

শিক্ষকের সাথে কনট্যাক্ট আওয়ার কমে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীর ওপর বাসায় এক সঙ্গে বেশি চাপ পড়বে। আমরা ছোটবেলা থেকে এই নিয়মে অভ্যস্ত নই বলে সীমিতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভাল স্কোর পেলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আশাব্যঞ্জক ফল করতে পারবে না।

'ইয়ার লস' বলতে কিছু থাকবে না : মীরন

পুরকৌশল বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র মাহমুদ আহসান মীরন বলেন, নতুন পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা 'ইয়ার লস' বলতে কিছু থাকছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি দূর হবে। তারা বার বার প্রস্তুতি ছুটি বাড়ানোর চেষ্টা করবে না, পরীক্ষা পিছাবে না।

শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের 'কনট্যাক্ট আওয়ার' কমে যাওয়ায় ক্লাসে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ের গভীরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করা যাবে না বলে মনে হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা ভাল করার সুযোগ পাবে : সাবিনা

স্থাপত্য বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী সাবিনা চৌধুরী বলেন, আমাদের ব্যাচ থেকে বুয়েটে আধুনিক কোর্স সিস্টেম চালু করায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা একক-ভাবে উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পাবে। এবং যোগ্যতা, মেধা ও প্রচেষ্টা অনুসারে কম বা বেশি সময় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে।

আমাদের দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর এই পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে।

তবে এখনো এই পদ্ধতি সম্পর্কে ভালমন্দ বলার সময় আসেনি।

নতুন পদ্ধতি আমার কাছে অস্পষ্ট : শাহরিয়ার

তড়িৎ কৌশল বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র শাহরিয়ার ফেরদৌস বলেন : ক্লাস শুরু করেছি মাত্র দুই সপ্তাহ হলো। এখনও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা খুব স্পষ্ট নয়। তবে যতদূর মনে হয় ভালই হবে।

ক্লাসের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হওয়ায় বাড়তি সময় পাওয়া যাবে যথেষ্ট। এ সময়ে বাড়িতে পড়াশোনা করা যাবে, প্রয়োজনে অন্যান্য কাজে ব্যয় করা যাবে।